যুগান্তর

তারিখ • 31 OCT 2016
পৃষ্ঠা ৩...৬ কলাম ... ১

স্বাস্থ্য শিক্ষা ব্যুরোর ৬০ লাখ টাকা হাতিয়ে নিল সিন্ডিকেট

ফাপাডের আপত্তি

রাশেদ রাব্বি

স্বাস্থ্য শিক্ষা ব্যুরোর ৬০ লাখ টাকা লুটপাট করেছে একটি সিন্ডিকেট। মাত্র ২-মাস ২৩ দিন ভারপ্রাপ্ত হিসেবে দায়িত্ব পালনকালে দরপত্র ছাড়াই ১৩টি কোটেশনের বিপরীতে এ টাকা তুলে নেয় ওই সিন্ডিকেট। যদিও স্বাস্থ্য শিক্ষা ব্যুরোর বছরে রাজস্ব ১০ লাখ টাকা ও উন্নয়ন ব্যয় বাবদ ২০ লাখ টাকা ব্যয়ের অনুমোদন রয়েছে। ২০১৩ সালের ১৭ ডিসেম্বর থেকে ১৫ মার্চ ২০১৪ সময়কালে এ অনিয়ম ঘটে।

বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট নিরীক্ষা অধিদফতর (ফাপাড) স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা ও পুষ্টি সেক্টর উন্নয়ন কর্মসূচি (এইচপিএনএসডিপি) আইডিএ সিআর নং ৪৯৫৪-বিডি, গ্রান্ট নং টিএফ ১১৫৫৬-এর নিরীক্ষিত ২০১৩-১৪ অর্থবছরের হিসাবের এই অনিয়মের বিষয়ে আপত্তি জানিয়েছে। ফাপাড এরই মধ্যে এ অনিয়মের জবাব চেয়েছে স্বাস্থ্য শিক্ষা ব্যুরোর তৎকালীন ভারপ্রাপ্ত লাইন ডিরেক্টর মো. নাছির উদ্দিনের কাছে। ফাপাড সূত্রে জানা গেছে, তাদের নিরীক্ষা অনুযায়ী ৫৯ লাখ ৯২ হাজার ৪৫০ টাকা ওপেন টেন্ডার না করিয়ে কোটেশনের মাধ্যমে খরচ করা হয়েছে। স্বাস্থ্য শিক্ষা ব্যুরো সূত্রে জানা গেছে, মাত্র ২ মাস ২৩ দিন প্রতিষ্ঠানটির ভারপ্রাপ্ত লাইন ডিরেক্টরের দায়িত্বে ছিলেন মো. নাছির উদ্দিন। তিনি স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের তৎকালীন সচিবের সঙ্গে যোগসাজশে ওপেন টেন্ডার না করিয়েই কোটেশনের মাধ্যমে কাজ পাইয়ে দেন কয়েকটি প্রতিষ্ঠানকে। নাছির উদ্দিন এবং সিন্ডিকেট মিলে ওই সময়ে কোনো ধরনের কাজ না করেই এই বিল তুলে নেন।

ফাপাডের আপত্তিপত্রে দেখা যায়, বিল নং-১ (১২/০১/২০১৪) স্বাস্থ্য বার্তা সংবলিত ডায়েরি ডিজাইন, প্রিন্টিং ও বাঁধাই বাবদ ৪ লাখ ৯৬ হাজার টাকা, বিল নং-২ (১২/০১/২০১৪) স্বাস্থ্য বার্তা সংবলিত ক্যালেন্ডার ডিজাইন, প্রিন্টিং ও বাঁধাই বাবদ ৪ লাখ ৯৪ হাজার, বিল নং-২৩১ (২৩/০২/২০১৪) স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের সাফল্যের চিত্রসহ প্রদর্শনী বিলবোর্ড বাবদ ৪ লাখ ৮৭ হাজার, বিল নং-১ (১২/০৩/২০১৪) ডিজিটাল ক্যামেরা বাবদ ৪ লাখ ৬০ হাজার, বিল নং-২৪৩ (১৩/০৩/২০১৪) টিভি স্পট, স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র স্বাস্থ্য বার্তা সংবলিত ডকুমেন্টারি বাবদ ৪ লাখ ৮৯ হাজার, বিল নং-২৪৪ (১৩/০৩/২০১৪) টিভি স্পট, স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র স্বাস্থ্য বার্তা সংবলিত ডকুমেন্টারি বাবদ ৪ লাখ ৮৪ হাজার, বিল নং-২৪৫ (১৩/০৩/২০১৪) টিভি স্পট, স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র স্বাস্থ্য বার্তা সংবলিত ডকুমেন্টারি বাবদ ৪ লাখ ৯৪ হাজার, বিল নং-১ (১২/০১/২০১৪) ট্রেনিং ম্যাটেরিয়াল বাবদ ৪ লাখ ৯৪ হাজার ৩২০, বিল নং-২০ (১৭/০২/২০১৪) ট্রেনিং ম্যাটেরিয়াল বাবদ ৪ লাখ ৯৩ হাজার ৪৮৫, বিল নং-১ (১৭/০২/২০১৪) পিএবিএক্স স্থাপন বাবদ ৩ লাখ ৬২ হাজার ৭১০ টাকা, বিল নং-২২৭ (০৫/০২/২০১৪) শীতকালীন স্বাস্থ্য বার্তা প্রচার ৪ লাখ ৯৯ হাজার ৮০০ টাকা এবং বিল নং-১ (১২/০৩/২০১৪) আসবাবপত্র ক্রয় বাবদ ২ লাখ ৪৩ হাজার টাকা বিল উঠিয়ে নেয়া হয়েছে।

অভিযোগ উঠেছে, স্বাস্থ্য শিক্ষা ব্যুরোর তৎকালীন লাইন ডিরেক্টর ওয়াহিদ আকন্দকে সরিয়ে মাত্র ২ মাস ২৩ দিন ভারপ্রাপ্ত হিসেবে দায়িত্ব পালনকালে নাসির উদ্দিন সিন্ডিকেটের সহায়তায় এ অপকর্ম করেন। এ সময়ে কোনো ধরনের কাজ ছাড়াই প্রায় ৬০ লাখ টাকা উঠিয়ে নেন। আর তাই বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট নিরীক্ষা অধিদফতর (ফাপাড) ওপেন টেন্ডার ছাড়া কোটেশনের মাধ্যমে অর্থ আত্মসাতের বিষয়ে আপত্তি তুলেছে।

জানতে চাইলে স্বাস্থ্য শিক্ষা ব্যুরোর ভারপ্রাপ্ত লাইন ডিরেক্টর মো. নাছির উদ্দিন যুগান্তরকে বলেন, এটি কোনো আপত্তি নয়, একটি রুটিন ওয়ার্ক মাত্র। এছাড়া ফাপাড টেন্ডারের বিষয়টি উল্লেখ করেছে। কিন্তু এককালীন বাজেট না থাকায় এসব ছোট কাজ টেন্ডারের মাধ্যমে করা সম্ভব হয়নি। তিনি বলেন, এ বিষয়টি এখন নিষ্পত্তির অপেক্ষায় আছে। স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন) বাসুদেব গাঙ্গুলী যুগান্তরকে বলেন, বিষয়টি আমার নজরে এসেছে। সার্বিক পরিস্থিতি সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার নজরে আনার জন্য বলা হয়েছে। ফাপাড আপত্তির বিষয়ে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা অভিযুক্ত ব্যক্তির কাছে ব্যাখ্যা চাইবেন। এর প্রেক্ষিতে ব্যবস্থা নেয়া হবে।